بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

ইউ.কে. ২০১৯ জলসা সালানায় উপস্থিত অতিথিগণের ঈমানবর্ধক, হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৯ আগষ্ট ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আল্লাহতা'লার কৃপায় গত রবিবার যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহতা'লার অগণিত কল্যাণরাজি এসব জলসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, যেগুলো আমরা আল্লাহ্তা'লার কৃপাতেই লাভ করি। প্রথমে আমি সকল পুরুষ ও নারী কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা যেকোন বিভাগের সাথে যেকোন পদে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। সহযোগী কর্মী থেকে নিয়ে অফিসার পর্যন্ত নারী পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকে নিঃস্বার্থভাবে নিজ নিজ ডিউটি ও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অতিথিদের সামনে নিজেদের আচরণে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি কতিপয় ব্যক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করবো।

মুসলিম কমিউনিটি, বেনিনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মালেহো ইয়াকুব সাহেব বলেন, আমি বিশোর্ধবার হজ্জ করেছি কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি উন্নত ব্যবস্থাপনা দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি অনেক ধর্মীয় কনফারেন্স ও সভা-সমাবেশে অংশ নিয়েছি কিন্তু এই সালানা জলসার মতো পরিবেশ কোথাও পাই নি। তিনি বলেন, আমি এখানে এসে অনেক কিছু শিখেছি। আহদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। আমি বেনিন গিয়ে সেখানকার লোকদের বলবো, অন্যের কথায় কান না দিয়ে আহমদীয়াত শিখ। কেবলমাত্র আহমদীরাই আজ বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরছে।

এরপর গ্রীস থেকে আগত রাব্বিদের (ইহুদি ধর্মযাযক) চীফ গেবরিয়েল নেগ্রিন সাহেব বলেন, এই অসাধারণ আন্তর্জাতিক জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করায় আল্লাহতা'লার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। রাব্বি হিসাবে আমি এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আপন করে নেয়া এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেছি। এরপর তিনি বলেন, যেসব ইমামের সাথেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং কথা বলার সুযোগ হয়েছে তারা সবাই আমাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে সম্মানে ভূষিত করেছেন। আমি সত্যিই আনন্দিত ছিলাম যে, আমি আমার বিশেষ টুপি 'কিপা' মাথায় পরে কোন ধরনের তিরস্কারী ইঙ্গিত বা ভয়ঙ্কর দৃষ্টি অথবা নাঊযুবিল্লাহ্ কট্টরপন্থী প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন না হয়ে হাজার হাজার মুসলমান ভাইদের মাঝে চলাফেরা করছিলাম আর এই ঘটনা অন্যান্য স্থানে আমি যা দেখতে পাই তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

উরুগুয়ের একজন মহিলা অতিথি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে'র (প্রাচ্য গবেষণার) প্রফেসর, তিনি বলেন, আমি ত্রিশ বছরের অধিক সময় ধরে মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ এবং দল সমূহের অধ্যয়ন করে চলেছি। আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করে দু'টি ব্যতিক্রমী বিষয় দেখেছি যা অন্য কোথাও দেখার সুযোগ হয় নি। প্রথম বিষয় হলো, জামা'তের মাঝে একতাবদ্ধতা আর এক নেতার মাধ্যমে ঐক্যের এমন উপমা অন্য কোথাও দেখিনি। প্রত্যেকে নিজ খলীফার সাথে আনুগত্য এবং নিষ্ঠার অসাধারণ সম্পর্ক রাখে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, জামা'তে কোন ধরনের জাতীয় বিভাজন পাওয়া যায় না, তা জন্মগত আহমদী হোক অথবা নতুন আহমদীই হোক, তা আরব হোক অথবা অনারব, পাকিস্তানি হোক বা অ-পাকিস্তানি। আপনাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনা সকল ধরনের জাতীয় বিভাজন এবং জাতীয় বিদ্বেষ থেকে মুক্ত বলে মনে হয়।

এরপর মরক্কো থেকে এক বন্ধু যিনি দর্শনের প্রফেসর, তিনি বলেন, জলসা থেকে আমরা অনেক উন্নত প্রভাব গ্রহণ করেছি। জামা'তকে খুব কাছ থেকে দেখার এটি এক বড় সুযোগ ছিল। আমরা এই আন্তর্জাতিক সমাবেশে জামা'তের অনেক সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা, কর্ম বিভক্তি এবং অতিথিদের সর্বোত্তম স্বাগত জানাতে দেখেছি। একইভাবে আহমদীয়া জামা'তের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বিষয়ে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে যা ইসলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর শিক্ষার প্রতিচ্ছবি। এই জলসার মাধ্যমে বিরোধীদের প্রোপাগাণ্ডার মিথ্যাও আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। তারা এই ঐশী জামা'তের সাথে অযথা বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করে। আল্লাহ্তা'লা আপনাদেরকে মানবসেবার সৌভাগ্য দান করতে থাকুন।

এরপর গিনি কোনাক্রি থেকে আগত আলহাজ্জ মোহাম্মদ ওয়াকিল ইয়াতারা সাহেব, যিনি ধর্ম বিষয়ক ইন্সপেক্টর জেনারেল, তিনি বলেন, জলসার এই তিন দিনে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি

প্রভাবিত করেছে তা হলো, আহমদী সদস্যদের তরবিয়ত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী করা হয়েছে আর সমস্ত আহমদী যারা এখানে একত্রিত হয়েছেন, মনে হচ্ছিল যেন এরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সর্বোত্তম উপমা এবং সবাই একই মায়ের সন্তান আর একই পরিবার থেকে আগমন করেছে। অসাধারন শৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাসেবীদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, জলসাগাহে কাউকে কোন প্রকারের কষ্ট ছাড়াই যাতায়াত, এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা কোন স্বর্গীয় সৃষ্টি। এসব দেখে আমার মনে হচ্ছিল আজ যদি কোন জামা'ত ইসলামের প্রতীক হতে পারে তাহলে তা কেবল আহমদীয়া জামা'তই হতে পারে। তিনি আরো বলেন, অন্যান্য ইসলামী দেশ ছাড়া সৌদী আরবেও বহুবার যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে, এমন ইসলামী ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ আর কোথাও আমি দেখতে পাইনি। এটি বলতে আমার সামান্যতম দ্বিধাও নেই যে, প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো মানুষকে এক স্থানে একত্রিত করা এবং অব্যাহতভাবে তাদের মাঝে ইসলামের শিক্ষার প্রচার করা আর কোন ধরনের ঝগড়া-বিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়া কেবল আল্লাহ্‌তা'লার রসূলের ভালোবাসায় এই দিনগুলো অতিবাহিত করা কেবলমাত্র আহমদীয়া জামা'তেরই অনন্য এক বৈশিষ্ট্য।

আরেকজন বোন ফানতাফুকানাওমর সাহেবা, যিনি গিনি কোনাক্রিরকাস্টম এয়ারপোর্টের ল্যাফটেন্যান্ট, তিনি বয়আতও করেছেন এবং নব আহমদী, তিনি বলেন, যদিও আমি আহমদীয়া শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি কিন্তু হৃদয়ে একধরণের ভীতি ছিলযে, কোথাও আবার আমার কোন ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যায়নি তো? কিন্তু আজ যখন আমি যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেছি এখন আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমার সমস্ত সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূরীভূত হয়েছে আর জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, পৃথিবীতে আজ যদি কোন দল ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাহলে তা কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই রয়েছে।

গ্যাবনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং সাংসদ জনাব পল বিউগে সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে আমি ইসলাম এবং বিশেষকরে আহমদীয়াত সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। আমি আহমদীদেরকেও অন্যান্য মুসলামানদের মতোই মনে করতাম, যারা পৃথিবীর শান্তিকে বিনষ্ট করছে? কিন্তু এখানে এসে আমি আপনাদের কর্মকাণ্ড দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। আপনারা পরিশ্রমী মানুষ। আপনাদের ইসলামই প্রকৃত ইসলাম যা বর্তমানে পৃথিবীর খুবই প্রয়োজন। আমার দেশের জন্যও এই ইসলামেরই প্রয়োজন।

গ্যাবুন থেকেই পাসদালো উদুনকা সাহেবও এসেছেন যিনি সেখানকার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ডাইরেক্টর কেবিনেট। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ অত্যন্ত ভালো এবং আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল যা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার এবং বুঝার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি মুসলমান নই কিন্তু এখন আমি নিজেকে মুসলমান মনে করি।

হ্যারি এলিগোনসা সাহেব নামক একজন মেহমান এসেছিলেন যিনি সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের একটি উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা আর এই লক্ষ্যে তারা অহর্নিশি পরিশ্রম করে চলেছে যার বিপরীতে পৃথিবীর অন্যান্য সংগঠনের মাঝে এমন উচ্চমার্গের নিষ্ঠার অভাব রয়েছে। এই সুযোগে আমি আমার এবং নিজ দেশের পক্ষ থেকে এই সফল জলসার আয়োজনের জন্য আপনাদেরকে মেবারকবাদ জানাচ্ছি। আর আমি আহমদীয়া জামা'তকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, আপনারা আমার দেশেও এই শিক্ষামালা এবং ভালবাসা ছড়িয়ে দিন। আমার দেশ যেটি কিনা কয়েক বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষে এখন শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই শিক্ষামালার মাধ্যমে দেশটিতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ আমার কাছে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এখন থেকে আমি প্রতি বছর এই জলসায় অংশগ্রহণ করে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করবো এবং সেজন্য আমি দোয়াও করি। তিনি আরো বলেন, এখন আমি ফিরে গিয়ে আহমদীয়াতের এই সংবাদ অন্যদের কাছেও পৌঁছাবো যে, এটিই প্রকৃত ইসলাম।

মওরো হেনরি নামে ব্রাজিলের একজন অতিথি এসেছিলেন যিনি পেট্রোপলিকস্ সিটি কাউন্সিলের সভাপতি। তিনি বলেন, এই মহান ইসলামী সালানা জলসায় আমি ব্রাজিলের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে খুবই আনন্দিত। যুগ-খলীফার সকল বক্তৃতা প্রকৃত ইসলামের জন্য পথিকৃৎ। উনার কথা নিজেই হৃদয়ে ঘর করে নেয়। জলসার তিনটি দিন আমি আধ্যাত্মিকতার পরিবেশে পার করেছি, আর কোনরকম ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করি নি। জলসায় নামাযের দৃশ্য আমার জন্য অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক এক দৃশ্য ছিল যে, সবাই একই শব্দে উঠছে-বসছে।' তিনি মুসলমান নন কিন্তু সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'এছাড়া আরও একটি বিষয়, যা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে, যা না বলে আমি থাকতে পারছি না, তা হলো–যখনই খলীফা কোন স্থানে আসেন, তখন হাজার হাজার লোকের সমাবেশও তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে যায়, কাউকে কিছু বলার

প্রয়োজন হয় না। এথেকে বোঝা যায়, কেবল ব্যবস্থাপনাতেই নয়, বরং সকল সদস্যের হৃদয়ে নিজেদের খলীফার প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আর এসব স্মৃতি নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি।' এরপর বলেন, 'আমি যা উপলব্ধি করেছি, তা আমি আমার প্রতিষ্ঠান ও কাউন্সিলে গিয়ে ছড়িয়ে দেব যে, প্রকৃত ইসলাম আসলে এটি-ই।'

এরপর ইকুয়েডর থেকে আসা অরলি মেসিয়াস, যিনি তার এলাকার বিশপ, তিনি বলেন, 'জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নতমানের ছিল। খলীফার বক্তৃতাবলীতে সেই সমস্ত জরুরি বিষয় বিদ্যমান ছিল যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক। তাঁর বক্তৃতার যে দিকটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো–তিনি কোন জাতি বা ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক কথা একেবারেই বলেন নি, বরং তিনি ইসলামের খাঁটি ও ইতিবাচক শিক্ষার উপরই পূর্ণ জোর প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি যখন এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য ঘর থেকে বের হই, তখন আমার ধারণায় ইসলাম একটি ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু এখানে এসে আমি দেখেছি যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয় বরং এটি এক মহান ভ্রাতৃত্ব, একটি পরিবার। আমি ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব-ব্যবস্থা এবং নিজেদের ধর্মের প্রতি আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কুরবানীকে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি।' এরপর আন্তর্জাতিক বয়আত সম্পর্কে বলেন, 'প্রথমে আমি কেবল এতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই অনুষ্ঠানটি সকল অংশগ্রহণকারীর কাছেই বিশেষ গুরুত্ববহ। কিন্তু যখন বয়আত শুরু হলো তখন কেউ একজন আমার কাঁধে নিজের হাত রেখে দেয়, আর আমিও আমার সামনের জনের কাঁধে হাত রেখে দিই; তখন আমি এক বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো অনুভব করি, যা সব অংশগ্রহণকারীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম যে, আহমদীরা এই বয়আতের পর নিজেদেরকে পুনরুজ্জীবিত অনুভব করছিল; আর এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা এক নতুন জীবন লাভ করেছে। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তারা আমাকে এই জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেছেন আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে আমাকে পরিচিত করেছেন; আর এখন আমি বিশেষভাবে এটা অনুভব করছি যে, গুটিকতক মানুষের ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা ইসলাম ধর্মকে ভ্রান্ত মনে করা উচিত নয়।'

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অনুরূপভাবে স্লোভেনিয়া থেকে বারবারা উচে সাহেবা এসেছিলেন; তিনি খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ের একজন অধ্যাপিকা। তিনি বলেন, 'এমন ইসলাম আমি কখনো দেখি নি, যেমনটি আহমদীয়া জামা'ত উপস্থাপন করে। জলসা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি এক নতুন ইসলাম দেখছি। 'হযরত ঈসার ব্যাপারে আহমদীয়া জামাতের অবস্থান, অর্থাৎ ক্রুশীয় ঘটনা, তাঁর হিজরত ও মৃত্যু ইত্যাদি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়।'

মুনেস সিনানোভিচ সাহেব, তিনি স্লোভেনিয়া থেকে এসেছিলেন; তিনি একজন লেখক এবং জন্মগত মুসলমান, কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে তার কখনো আগ্রহ ছিল না। তিনি বলেন, 'গত দু'বছর থেকে ইসলামের ব্যাপারে আমি পড়াশোনা শুরু করি আর নামাযও পড়া শুরু করি, কিন্তু কোন ইমামের পিছনে কখনো নামায পড়ি নি। জামাতে নামায পড়ার যে আনন্দ, তা আমি এখানে এসে দেখলাম যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আনন্দ। আহমদীয়া জামাতের শিক্ষা তেমনটিই, যেমনটি আমি নিজে ইসলাম সম্পর্কে বুঝতাম, অর্থাৎ সবকিছুই প্রকৃতিসম্মত।' হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আরেকটি বিষয় যা তার ভালো লেগেছিল তা হলো, আহমদীরা তা-ই করে যা তারা বলে; আর এটি এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় এক চ্যালেঞ্জও বটে, যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের কথা ও কাজ এক হওয়া উচিত; যা আমরা বলি, সেটি-ই যেন করি।

ইতালী থেকে মেডালিনা সাহেবা এসেছিলেন, যিনি ভ্যাটিকানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী ও আরবী বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানা খুবই ভালো, মনোমুগ্ধকর, শান্তিপূর্ণ এবং প্রেম-প্রীতিতে পূর্ণ ছিল। সকল ব্যবস্থাপনাই উৎকৃষ্টমানের ছিল, বক্তৃতামালা খুবই ভালো ছিল এবং কেবলমাত্র আহমদী সদস্যদের জন্যই নয় বরং সকল অতিথিদের জন্যই জ্ঞান বৃদ্ধি করার মতো ছিল।

জোয়াদ বোলামেল সাহেব, যিনি ফ্রান্সের মিনিস্ট্রি অফ জাসটিস-এ কাজ করেন। তিনি বলেন, জলসার দিনগুলোতে **IAAAE** এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর প্রদর্শনীতে গিয়ে এবং আপনাদের জামা'তের দাতব্য ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। প্রকৃত ধর্ম এটিই যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবা করা হয়।

স্পেনের প্রতিনিধি দলে একজন মেহমান ছিলেন সুজানা মোরালস সাহেবা। তিনি 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' স্লোগানের উল্লেখ করে বলেন, আমার মতে এই বাক্য এই সুন্দর সম্মেলনেরই প্রতিচ্ছবি। আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে পরস্পর মিলিত হতে দেখেছি। এটি এমন একটি ধর্ম যাকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাওয়া উচিত।

উফরে তিনি একজন খ্রিষ্টান ক্যাথলিক ফিরকার লোক, বিজ্ঞানী এবং ব্রিটিশ সোসাইটি অব টিউরিন শ্রাউড এর সাবেক সম্পাদক। তিনি বলেন, আমি নিয়মিতভাবে জলসায় পাঁচ বছর ধরে আসছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই জলসা তার আবেগঘন দোয়ায় সেই স্পৃহাকে নিঃশ্বেষ হতে দেয়নি যা আমিএই জলসার পরিবেশে তখনও অনুভব করেছিলাম যখন আমাকে প্রথমবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি শ্রাউড অফ টিউরিন এর একজন বিশেষজ্ঞ, আর এটি এমন এক কাপড় যা আহমদীয়া জামা'তে অত্যন্ত আকর্ষণ রাখে কেননা তাদের ধারণামতে এটি একটি প্রমাণ যে, মসীহ্‌র মৃত্যু ক্রুশে হয়নি।

এরপর কানাডার অ্যাবরোজিন্যাল (উপজাতি) কমিউনিটির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। অ্যাবরোজিন্স এর প্রতিনিধি চীফ মেয়াঙ্গাম হেনরী বলেন, জলসা সালানাতে অংশগ্রহণ আমার জন্য অনেক গুরুত্ববহ ছিল, কেননা এর ফলে আমার জীবন বদলে গিয়েছে। এখন আমি ইসলাম সম্বন্ধে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি জানি। আর আমি এটিও অনুভব করেছি যে, ইসলাম এবং কানাডার প্রাচীন ধর্মসমূহের মাঝে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে।

বেলিজের একজন অতিথি ছিলেন ভেনেট্রিয়ো, যিনি লাভ এফএম চ্যানেলের ডিরেক্টর অব নিউজ। তিনি বলেন, আমি আহমদীদের মাঝে যে একতা লক্ষ্য করেছি তা মানবজাতির মাঝে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টিকারী। এটি দেখে হৃদয়ে শান্তি লাভের এক অদম্য বাসনা জাগে। জামা'তের ইমামের বক্তব্য নিতান্তই সময়োপযোগী ছিল।

তারপর বেলিজ থেকে আগত সেখানকার পুলিশ কমিশনার চেস্টার উইলিয়াম সাহেব বর্ণনা করেন, ইসলাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে আমি মনে করতাম, মুসলমানরা সবাই একই রকম। কিন্তু এখন বুঝলাম যে, আরো বিভিন্ন ফির্কা রয়েছে। প্রশংসনীয় বিষয় হলো, আহমদীরা শান্তিকে প্রাধান্য দেয় এবং যুবকদের সংশোধনার্থে অনেক সময় ব্যয় করে।

অনুরূপভাবে মেক্সিকো থেকে আগত একজনের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করছি। মারিয়া সাহেবা নাম্নী এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের কেবল দুই মাস অতিবাহিত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আমার অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণের ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, আমার সব সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী আহমদীদের জন্য ও সালানা জলসাকে তাদের ঈমাণ বৃদ্ধির কারণ করুন।

খুৎবা শেষে হুযুর (আইঃ), মোকাররম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের গায়েবে জানাযা পড়ার ঘোষণা করেন, যিনি গত ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে রাবওয়ায় তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন। আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন আর নিজ প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করুন।

BOOK POST
PRINTED MATTER

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
09 August 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B